দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটি লাইব্রেরী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে বই-এর অভাবে শিক্ষা-শিক্ষণে অসুবিধা হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে। এই লাইব্রেরীতে বই সংকট দিন দিন বাড়ছে এবং তার ফলে ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়ছে। পাঠ শিক্ষা, গবেষণা কাজ সবই বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মজুত বই-এর সযত্ন সংরক্ষণ এবং বই-এর নতুন সংযোজন অত্যাবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারই রেফারেন্সসহ সকল প্রকার বই-এর প্রধান উৎস। ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে ও বাড়িতে যত না লেখাপড়া করে, তার চেয়ে অনেক বেশি করে লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরী ওয়ার্কই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের একটি প্রধান কাজ। এ কাজে যারা যত্নবান ও মনোযোগী, তারা পরীক্ষায় ভাল ফল করে। যারা নিয়মিত লাইব্রেরী ওয়ার্ক করে না, তাদের পরীক্ষার ফল ও জ্ঞানার্জন কোনটাই সন্তোষজনক হয় না। লাইব্রেরী ওয়ার্কের এই গুরুত্বের কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ায় যত বইপত্র লাগে তার সবগুলি কোন ছাত্রের পক্ষে কেনা অথবা অন্য কোথাও গিয়ে পড়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীর বই-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই বই-এর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং বিরল বইপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্টা ঘটনা ঘটছে। সেখানে নতুন বই আসছে না। আগে যত বই ছিল এখন ততগুলিও নাকি নেই। একদিকে ছাত্রছাত্রীরা পড়ার জন্য বই পাচ্ছে না, অন্যদিকে কারও কারও বাড়ির টেবিলে ও শো-কেসে অনেক বই শোভা পাচ্ছে বলে উপরোক্ত খবরে অভিযোগ করা হয়েছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছাত্রসংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা বাড়ানো অপরিহার্য। ছাত্র-শিক্ষকের লেখাপড়া ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বই-এর একাধিক কপি সংগ্রহ করতে হবে। সংরক্ষণ করতে হবে সযত্নে। বই ইস্যু ও ফেরৎদানের নিয়ম-নীতির কড়াকড়ি প্রতিপালন নিশ্চিত করা দরকার। লাইব্রেরীর বই যেহেতু প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি মূল্যবান সম্পদ এবং ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য আবশ্যক, সেহেতু এগুলি যারা হারাবে অথবা ফেরৎ দিতে দেরী করবে তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতে হবে। এই নিয়ম প্রায় সব লাইব্রেরীরই।